কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ার

আপীল পক্ষের

বর্তমান:- মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং মাননীয় বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ

২০১৬ সালের এফ এ ৯

গোপাল রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

@ গোপাল রঞ্জন ব্যানার্জী

বনাম

শ্রীমতী মণিদীপা ব্যানার্জী (তালুকদার)

সঙ্গে

২০২২ সালের কট ৯৯

শ্রীমতী মণিদীপা ব্যানার্জী (তালুকদার)

বনাম

গোপাল রঞ্জন বহদোপাধ্যায়

@ গোপাল রঞ্জন ব্যানার্জী

আপীলকারীর জন্য (২০১৬ এর এফ.এ. ৯)

উত্তরদাতার জন্য (২০২২-এর কট ৯৯):

মিঃ কল্লোল বসু

শ্রী ব্রতীন কুমার দে

উত্তরদাতার জন্য (২০১৬-এর এফ.এ. ৯)

আপিলকারীর জন্য (২০২২-এর কট ৯৯)

: সোহিনী চক্রবর্তী সাহেব

শুনেছি

: ২৩ নভেম্বর, ২০২৩

উপর রায়

: ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩

বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ:

১। আবেদনকারী/আপীলকারী ২৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখের রায় এবং ডিক্রি দ্বারা বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা বিচারপতি, ৬ ম আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ২০০৯-এর বৈবাহিক মামলা নং ১১৭-এ প্রদত্ত রায় দ্বারা সংক্ষুব্ধ। আদালত আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে উত্তরদাতার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করার জন্য, এবং পরিবর্তে ২৪.০৯.২০১৫ তারিখে আদালতের সীলমোহরের অধীনে প্রস্তুতকৃত ডিক্রির তারিখ থেকে কার্যকর বিচারিক বিচ্ছেদের ডিক্রি মঞ্জুর করা হয়েছে।

এছাড়াও ৩০০০/- টাকা হারে ভরণপোষণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরদাতা এবং টাকা ৪০০০/- নাবালিকা কন্যার ভরণপোষণের জন্য, উভয়ে প্রদত্ত প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে।

২। বিরোধিত রায়ের সঠিকতা এবং বৈধতা পরীক্ষা করার আগে, আমরা প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি লক্ষ্য করি, যা বিতর্কিত নয়। ২১.০৫.১৯৯৮ তারিখে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং সম্পন্ন হয়। উত্তরদাতাকে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকদহ বালিপুর এফপি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ৫ মে, ২০০০ তারিখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। আবেদনকারী, ২৪.০৪.২০০৯ তারিখে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারার অধীনে একটি আবেদন নিয়ে এসেছিলেন (সংক্ষিপ্ততার জন্য 'এইচ এম এ ') আবেদনকারী এবং বিবাদীর বিবাহ, মামলার খরচ, এবং আইন অনুযায়ী অন্য যেকোন ত্রাণ/ত্রাণ ভেঙে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির জন্য প্রার্থনা করা। ম্যাট স্যুট ২০০৯ সাল এর ১১৭ নং হিসাবে একই নম্বর দেওয়া হয়েছিল।

৩। আবেদনকারী জোর দিয়েছিলেন যে বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যে, উত্তরদাতা আবেদনকারী এবং তার পিতামাতার সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে এবং প্রায়শই কোনও সম্মতি বা অনুমতি ছাড়াই তার বিবাহের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তিনি তার অনুপস্থিতিতে আবেদনকারীর পিতামাতার উপর নোংরা ভাষা ব্যবহার এবং লাঞ্ছনার অভিযোগ করেছেন এবং বিবাহিত বাড়ির দৈনন্দিন বিষয়গুলি দেখাশোনা করতে অবহেলা করেছেন। যদিও আবেদনকারী সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করেছিলেন এবং উত্তরদাতাকে তার উপায়গুলি সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, তিনি এই ধরনের অনুরোধে রাজি হননি। উত্তরদাতা আবেদনকারীকে ব্যারাকপুরে তার পৈতৃক বাড়িতে তার সাথে থাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল। উত্তরদাতার স্বজন ও অভিভাবকদের হস্তক্ষেপে বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করেও কোনো ফল হয়নি।

৪। ২১.০৫.২০০৩ তারিখে, এটি অভিযোগ করা হয় যে বিবাদী আবেদনকারীকে পরিত্যাগ করে এবং তার বিবাহের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তিনি তার সমস্ত জিনিসপত্র এবং নাবালক সন্তানকে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর কখনও বিবাহের বাড়িতে ফিরে যাননি। দাম্পত্য জীবন পুনরায় শুরু করার জন্য তাকে দাম্পত্য বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদনকারীর প্রচেষ্টা কেবল তিক্ততার কারণ হয়েছিল। যথেষ্ট অপেক্ষা করে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার কোন সুযোগ ছাড়াই তিনি মামলা দায়ের করেন।

৫। অন্যদিকে বিবাদীর মামলা হল যে আবেদনকারীর পিতামাতার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থার অভাব ছিল। শিক্ষক হিসেবে তার সাম্প্রতিক নিয়োগের কারণে তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার জন্য; এবং পরবর্তীকালে ২০০০ সালের মে মাসে জন্ম নেওয়া নাবালিকা কন্যার আরও ভাল যত্নের সুবিধার্থে, তিনি তার নাবালিকা কন্যার সাথে তার বাবার বাড়িতে থাকার সময় তার সেবা চালিয়ে যান। নইলে নাবালিকা মেয়ের দেখাশোনা করার মতো কেউ ছিল না। এই ছিল বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি যার কারণে তার বাবার বাসভবনে তার থাকার জন্য পারস্পরিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নাবালিকা কন্যার বয়স ২ - ৩ বছর পূর্ণ হলে, উত্তরদাতা বেহালায় তার স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসেন, কিন্তু আবার স্কুলে তার দায়িত্ব পালনে অসুবিধার কারণে, তিনি আবেদনকারীর অনুরোধে তার কাছে থাকতেন। মায়ের বাড়ি। পূজার ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি এবং অন্যান্য উৎসবের মতো ছুটিতে তিনি তার নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে বেহালায় বিয়ে বাড়িতে থাকতেন। তিনি বেহালায় ৫ মে, ২০০৭ তারিখে তার মেয়ের জন্মদিন উৎযাপন সম্পর্কে বলেছেন এবং তিনি বেহালায় তার বাড়িতে আবেদনকারীর সাথে আবেদনকারীর বাবার মৃত্যুর সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন

তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তার দাম্পত্য জীবন ত্যাগ করার বা কোন নোংরা ব্যবহার করার আবেদনকারীর প্রতি আবেদনকারী বা তার পিতামাতার প্রতি ভাষা বা আক্রমণ। তিনি অবশ্য বলেছেন যে আবেদনকারীর বোন আবেদনকারী এবং বিবাদীর বিয়ে ভাঙার জন্য তার প্রচেষ্টায় অবিচল ছিল। নাবালিকা কন্যার যত্নের সাথে কোনো প্রকার আপোষ না করেই তার চাকরির দায়িত্ব অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে আবেদনকারী এবং বিবাদীর পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তিনি ব্যারাকপুরে বা তার পিতামাতার বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে আবেদনকারীর সাথে তার বিয়ের পরপরই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আবেদনকারীর মা একজন মানসিক রোগী।

৬।দরখাস্তের পর্যালোচনা এবং রেকর্ডে থাকা প্রমাণগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারী ধারা ১৩ (১) (আইএ) (আইবি) এ উল্লিখিত ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি চেয়েছেন, যার বিধানগুলি এইভাবে পড়ে অনুসরণ করে:

" (১) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে যে কোন বিবাহ পালিত হয়, স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের দ্বারা উপস্থাপিত একটি পিটিশনের ভিত্তিতে, তালাকের ডিক্রির মাধ্যমে বিলুপ্ত হতে পারে যে অন্য পক্ষ-

(আইএ) বিবাহের আনুষ্ঠানিকতার পরে, আবেদনকারীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে; বা

(আইবি) পিটিশনের উপস্থাপনের অবিলম্বে অনূর্ধ্ব দুই বছরের একটানা সময়ের জন্য আবেদনকারীকে পরিত্যাগ করেছেন; বা

৬৬

৭। এটি পিটিশনের মামলার বিবাদীর কাহিনী ছুটির দিনে, ছুটিতে বা উৎসবে বিয়ে বাড়িতে আসা মিথ্যা এবং অপ্রমাণিত। তার পাল্টা-পরীক্ষায় উত্তরদাতা

(ডি ডবলু ১) ২০০৩ থেকে ২০০৮ তার বাবা-মায়ের সাথে থাকার কথা বলেছে । উত্তরদাতার ফিরে না আসার অভিপ্রায় এইভাবে স্পষ্ট ছিল। লিখিত বক্তব্যে উত্তরদাতার কোনো অভিযোগ নেই দরখাস্তকারীর নিষ্ঠুরতা বা পরিত্যাগের বিষয়ে, যিনি নিয়মিত তাদের মেয়ের জন্য খরচ মেটাচ্ছেন। যতদূর পর্যন্ত, পরিত্যাগের বিষয়টি উদ্বিগ্ন, একইভাবে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। মামলায় আবেদনকারীর নেতৃত্বে দরখাস্ত ও সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা এবং উত্তরদাতার পক্ষ থেকে সহ-বাসস্থানকে স্থায়ী পরিণতিতে আনার অভিপ্রায় স্পষ্ট।

৮। যতদূর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কিত, এটি আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে এটি সূক্ষ্ম, অঙ্গভঙ্গি বা শব্দ দ্বারা নিষ্ঠুর হতে পারে। আবেদনকারীর মায়ের মানসিক অসুস্থতার অভিযোগ করা নিজেই একটি নিষ্ঠুর কাজ। এই ধরনের নিষ্ঠুরতা লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বিবাদীর দ্বারা দায়ের করাও যেখানে তিনি বিশেষভাবে আবেদনকারীর মায়ের মানসিক অসুস্থতার কথা বলেছেন। একজন কর্তব্যপরায়ণ এবং যত্নশীল পুত্রের দ্বারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাই হোক না কেন এই ধরনের মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ, যেমন বর্তমান আপীলকারী স্ত্রীর দ্বারা নিষ্ঠুরতার কাজ।

৯। সুতরাং, ধারা ১৩ (১) (আইএ) এবং (আইবি) এর অধীনে উভয় ভিত্তিই আবেদনকারীর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে৷ তার প্রমাণে, আবেদনকারী (পি.ডবলু. ১) বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনে উল্লিখিত অভিযোগগুলিকে সমর্থন করেছেন। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী, তার দাখিলের সমর্থনে দেবানন্দ তামুলী বনাম মামলায় শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। স্মৃতি কাকুমনি কাটাকি (২০২২) এ রিপোর্ট করেছেন ৫ এসসিসি ৪৫৯, তিনি একটি ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপরও নির্ভর করেছেন

এই আদালতে শ্রীমতি মো. এলোকেশী চক্রবর্তী বনাম শ্রী সুনীল কুমার চক্রবর্তী, এআইআর ১৯৯১ ক্যাল ১৭৬-এ রিপোর্ট করেছেন। "অ্যানিমাস ডিসেরেন্ডি" প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি, নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি আবেদনকারী বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।

১০।অন্যদিকে উত্তরদাতা (ডি.ডবলু.১) আদালতে তার সংস্করণকে সমর্থন করেছেন। দরখাস্ত এবং প্রমাণ থেকে যে স্বীকৃত অবস্থানটি উঠে আসে তা হল যে উত্তরদাতা স্ত্রী কমপক্ষে মে ২০০০ এর মধ্যে, অর্থাৎ গার্গীর (তাদের কন্যা) জন্মের পরে, ২০০৩ সাল পর্যন্ত তার পিতামাতার বাড়িতে ছিলেন, যখন এটি একটি সাধারণ ঘটনা যে সে ফিরে এসেছিল। বিবাহের বাড়িতে শুধুমাত্র আবার ছেড়ে যেতে। তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনকারীর আবেদনের বিরোধিতা করেছেন। এটা তার ক্ষেত্রে যে তার পিতামাতার সাথে তার বসবাস, শুধুমাত্র সুবিধার জন্য এবং সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য এবং বিবাহের কারণে জন্ম নেওয়া কন্যার ভাল যত্নের জন্য, তার সেবা কর্তব্যের সাথে আপস না করে। এই ধরনের ব্যবস্থা পক্ষগুলির সম্মতিতে ছিল এবং ২০০০ থেকে ২০০৯ অবধি অব্যাহত রয়েছে৷ এমন কোনও বিশেষ উদাহরণ নেই যার ভিত্তিতে আবেদনকারীর সম্মতি প্রত্যাহার করা যেতে পারে যাতে বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়েরের ন্যায্যতা পাওয়া যায়৷ পরিত্যাগের মাটিতে নিষ্ঠুরতার ভিত্তিও আবেদনকারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি তিনি তার পিতামাতাকেও পরীক্ষা করেননি, আবেদনকারী এবং/অথবা তার পিতামাতার উপর গালাগাল এবং নোংরা ভাষা এবং আক্রমণ সম্পর্কিত পিটিশনে অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য অন্য কোনও ব্যক্তিকে ছেড়ে দিন। ২০০৯-এর ম্যাট স্যুট নং ১১৭-এ ধারা ১৩ ১ (আইএ) , বা (আইবি) এর অধীনে কোন ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি

বিবাহ বিচ্ছেদের উপর বিবাহবিচ্ছেদের একটি ডিক্রি পাস করার জন্য । আপীল এইভাবে কোন সারবত্তা ছাড়াই এবং খারিজ হওয়ার যোগ্য।

১১। এখন পর্যন্ত এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদনে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ এনে নিছক বিভ্রান্তির মাধ্যমে আদালতকে এই ধরনের যুক্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে গ্রহণ করা যাবে না। মানসিক নিষ্ঠুরতার উপাদান হিসাবে, আবেদনকারী/আপীলকারী তার প্রতিক্রিয়ায় আবেদনকারী/আবেদনকারীর মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন সেই বিষয়ে বিবাদীর দ্বারা করা বিভ্রান্তির ফলাফল হিসাবে একই অভিযোগ করেছেন। মানসিক অসুস্থতার বিষয়টি বিচারে কোনো উপাদান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত হয়নি। এ ধরনের অভিযোগকে মানসিক নিষ্ঠুরতার কাজ হিসেবে দেখা যায় না। আমরা এই বিষয়টির বিচার বিভাগীয় নোটিশ নিই যে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন এমন বিপুল সংখ্যক মানুষের পরিবারের সদস্যরা মানসিক রোগের অস্তিত্বকে মেনে নিতে বিমুখ, সামাজিক কলঙ্কের ভিত্তিহীন ভয় লালন করে। এই ধরনের ভুল সাধারণ ধারণাকে আদালত মেনে নিতে পারে না যে আবেদনকারী/আবেদনকারীর মায়ের মানসিক অসুস্থতার অভিযোগ মানসিক নিষ্ঠুরতার একটি কাজ হবে। মানসিক অসুস্থতার অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়াকে মানসিক নিষ্ঠুরতার কাজ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, যেমনটি রামচন্দর বনাম অনন্তের মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বিবেচনা করেছে (২০১৫) ১১ এসসিসি ৫৩৯। এখন পর্যন্ত শারীরিক হিসাবে আবেদনকারী এবং তার পিতামাতার উপর অশালীন ভাষা ব্যবহার এবং লাঞ্ছনার অভিযোগের ভিত্তিতে নিষ্ঠুরতা, এই আদালত ইতিমধ্যে রেকর্ড করেছে একটি অনুসন্ধান যে কোনো সংশোধনমূলক উপাদান অনুপস্থিতিতে একই গ্রহণ করা যাবে না।

১২। পক্ষের পক্ষ থেকে তথ্য ও প্রমাণের পাশাপাশি যুক্তি / (গুলি) আমাদের সতর্কতার সাথে বিবেচনা করার পরে, আমরা দেখতে পাই যে কার্যধারার উভয় পক্ষের দ্বারা অসদাচরণ সম্পর্কিত পাল্টা অভিযোগগুলিও অভিযোগ বা প্রমাণিত হয়নি। অভিযোগগুলি যে তারিখ/(গুলি) বা স্থান সম্পর্কিত কোন বিবরণের রেফারেন্স। দরখাস্তকারী তার পিতামাতার বিরুদ্ধে নোংরা / গালিগালাজ ভাষার ব্যবহার বা অভিযুক্ত হামলার বিষয়ে প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠুরতা সম্পর্কিত যেকোন বৈবাহিক সম্পর্কে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেনি। এমনকি তিনি তার বাবা-মাকেও পরীক্ষা করেননি, এমন সমর্থনে অভিযুক্ত অভিযোগ শিকারে।

১৩। আবেদনকারীর পরিত্যাগের মামলাটিও ২১.০৫.২০০৩ থেকে কার্যকর হয় এবং এর আগের সময়ের ক্ষেত্রে নয়। তার জেরা-পরীক্ষায় তিনি বলেছেন যে তিনি ২০০০ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের অর্থ প্রদান করেছেন বা উত্তরদাতা বা তাদের মেয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন এমন কোনও নথি তাঁর কাছে নেই। তার প্রমাণ থেকে উঠে এসেছে যে এমনকি তার স্ত্রী সম্পর্কেও তার কাছে কোনও তথ্য ছিল না। স্তন ক্যান্সারে ভুগছেন বা এই জাতীয় অবস্থার জন্য কোনও অস্ত্রোপচার করছেন। এটি থেকে দেখানোর জন্য কোন উপাদান নেই ২১.০৫.২০০৩ দিয়ে ২৪.০৪.২০০৯ তারিখে মামলা দায়ের করা পর্যন্ত, আবেদনকারী বিবাদীকে বিবাহের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য যে কোনও প্রচেষ্টা করেছিলেন।

১৪। যতদূর উত্তরদাতা উদ্বিগ্ন, উত্তরদাতার জবানবন্দি/প্রমাণ (ডি.ডবলু. ১) তার বিরোধকে সমর্থন করার জন্য কোনও উপাদান নেই যে তার বাবা তার বিয়ের সময় অলঙ্কার, বাসনপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়েছিলেন। তার

স্বীকার করেছেন যে তিনি যে চান তা দেখানোর জন্য তিনি কোনও চিঠি লেখেননি তার স্বামীর সাথে একসাথে বসবাস শুরু করতে। সেও নেই আবেদনকারীর মায়ের কথিত মানসিক অসুস্থতাকে সমর্থন করেছিল কোনো দলিল বা সাক্ষী।

১৫। এছাড়াও রেকর্ডে এমন কিছু নেই যে দেখানোর জন্য যে কোন সময় আবেদনকারী প্রশ্নে মামলা দায়ের করার আগে উত্তরদাতাকে তার পিতামাতার সাথে বসবাস করতে আপত্তি করেছিলেন, বা তাকে বিবাহের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও প্রচেষ্টা করেছিলেন৷ সম্মতির অভাব দেখানোর জন্য রেকর্ডে কিছু নেই বা, যখন ২১.০৫.২০০৩ এবং ২০০৯ সালে ম্যাট স্যুট ফাইল করার মধ্যে, আবেদনকারীর সম্মতি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। "অ্যানিমাস ডিসেরেন্ডির" প্রয়োজনীয় উপাদানটি উত্তরদাতার পক্ষ থেকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দেবানন্দ তামুলীর (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর পিটিশনকারীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী যে ভরসা রেখেছেন তা আমাদের মতে পৃথক তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থনযোগ্য নয়। উল্লিখিত ক্ষেত্রে ০১.০৭.২০০৯ থেকে পক্ষগুলি পৃথকভাবে অবস্থান করছিল এমন কোন বিরোধ ছিল না। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যাইহোক, এটি উত্তরদাতার ক্ষেত্রে যে তিনি তার স্বামীর বাড়িতে ঘন ঘন থাকার সাথে সন্তানের যত্নের সাথে আপোষ না করে তার পরিষেবার দায়িত্ব পালনের সুবিধার জন্য পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তার পিতামাতার বাড়িতে বসবাস করছিলেন। ছুটি, উৎসব ইত্যাদির সময়। দেবানন্দ তামুলির (সুপ্রা) মামলায় সর্বোচ্চ আদালত সেই মামলার স্বতন্ত্র ফ্যাক্টরটি নোট করেছে, যেখানে স্ত্রী তার বৈবাহিক বাড়ি থেকে দূরে থাকার জন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দাবি করেনি এবং প্রতিষ্ঠা করেনি, যা তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নয়। সিদ্ধান্ত

শ্রীমতীর মামলা এলোকেশী চক্রবর্তী (সুপ্রা) এইভাবে তাৎক্ষণিক মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতির জন্যও প্রযোজ্য নয়। উল্লিখিত মামলায় স্বামী ছাড়াও অন্যান্য সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছে বিবাদীর পত্নীর আত্মত্যাগের প্রমাণের জন্য। প্রমাণ ছিল যে বিবাদী পত্নী দৃঢ়ভাবে আবেদনকারী স্বামীর বাড়িতে যেতে অস্বীকার করে। এই বিষয়ে সাক্ষ্য বিবাদী / আপীলকারী দ্বারা অসম্মানিত হয়নি। এমন কিছু চিঠিও প্রদর্শিত হয়েছিল যা দেখায় যে উত্তরদাতা/আবেদনকারী তার বৈবাহিক বাড়িতে বসবাস করছেন না। এটি এমন পরিস্থিতিতে যে এই আদালত বিচারের বিচারকের অনুসন্ধানকে নিশ্চিত করেছে যে আপীলকারী উত্তরদাতাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং মামলা দায়েরের তারিখের আগে, পরিত্যাগের সময়কাল দুই বছরেরও বেশি ছিল। দরখাস্তকারীর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি যে অগ্রাধিকারের উপর নির্ভর করেছেন তা বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়।

১৬। এটি স্বতঃসিদ্ধ যে একটি বৈবাহিক বিরোধ প্রজ্বলিত করার জন্য ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এবং একটি বৈবাহিক বিরোধের জটিলতা প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয় এবং অনন্য। কি নিষ্ঠুরতার কাজ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে বা স্বামী/স্ত্রীর দ্বারা অসন্তুষ্টির জন্ম দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে দেখা যেতে পারে তা কেস ভেদে ভিন্ন হতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতা একাধিক কারণের উপর ভিত্তি করে যেমন পক্ষগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিবাহের বাড়িতে বসবাসকারী পরিবারের আকার, বিবাহের পক্ষের স্বতন্ত্র মেজাজ ইত্যাদি। আদালতে যখন বিষয়টি নিয়ে আসা হয়, তবে, আইনে আইনী অভিপ্রায় কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে এবং

এর মধ্যে রয়েছে বিধান। আইনসভা নিজেই ধারা ১৩ এ একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। ব্যাখ্যাটি নিম্নরূপ: -

"ব্যাখ্যা- এই উপ-ধারায়, অভিব্যক্তি "ত্যাগ" মানে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এবং সম্মতি ব্যতীত বা এই জাতীয় পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবেদনকারীর অন্য পক্ষের বিবাহ থেকে সরে যাওয়া এবং আবেদনকারীর ইচ্ছাকৃত অবহেলা অন্তর্ভুক্ত বিবাহের অন্য পক্ষ দ্বারা , এবং এর ব্যাকরণগত ভিন্নতা এবং জ্ঞানীয় অভিব্যক্তিগুলি সেই অনুযায়ী বোঝানো হবে। "

১৭। ব্যাখ্যাটির সরল পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট যে হিন্দু বিবাহ বিলুপ্ত করার বিধিবদ্ধ অভিপ্রায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য পরিত্যাগ করা প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এবং সম্মতি ছাড়া বা বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতের কাছে যাওয়া পক্ষের ইচ্ছা ছাড়া। . স্বামী/স্ত্রীর দ্বারা আবেদনকারীর ইচ্ছাকৃত অবহেলা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইন দ্বারা পরিত্যাগের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিবাহ আদালতের সামনে কার্যপ্রণালীতে সাক্ষ্যের মাধ্যমে উপলব্ধ উপাদান থেকে, বিবাহ বিলুপ্তির আবেদনে পরিত্যাগের আবেদনটি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া এবং সম্মতি বা ইচ্ছা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আবেদনকারী আমরা এই ধরনের মতামত তৈরি করি যেহেতু আবেদনকারী এই সত্যটিকে অস্বীকার বা বিতর্ক করেননি যে একজন শিক্ষক হিসাবে উত্তরদাতার নতুন নিয়োগের কারণে এবং সদ্য জন্ম নেওয়া মেয়ে শিশুর যথাযথ যত্নের জন্য, উত্তরদাতা ২০০৩ সাল পর্যন্ত তার বৈবাহিক কাকার বাড়িতে ছিলেন। এই সময় পর্যন্ত এটি অভিযোগ করা হয়নি যে বিবাদী সম্মতি ছাড়াই বিবাহের বাড়ি থেকে দূরে বসবাস করছিল। এটি আবেদনকারীর নির্দিষ্ট কেস যে উত্তরদাতা অবশেষে আবেদনকারীকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন যখন তিনি বিবাহিত বাড়িতে চলে গেলেন

কন্যার সাথে ২১.০৫.২০০৩ তারিখে। এরপরও কোনো প্রমাণ নেই তার পূর্ববর্তী সময়ের জন্য স্বীকার করা সম্মতি কখন প্রত্যাহার করা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য রেকর্ড, এমনও কোন উপাদান নেই যে ২০০৩ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে যে কোন সময়ে আবেদনকারী উত্তরদাতাকে বিবাহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য কোন প্রচেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে আবেদনকারীর অনুরোধ উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করার কোনো ভিত্তি নেই। উত্তরদাতার আত্মীয়স্বজন এবং পিতামাতার হস্তক্ষেপে সমস্যাটি মিটমাট করার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত আবেদনের বিবৃতি ছাড়াও, আবেদনকারী যে কোনও উপাদানের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতা পালন করেননি। ২০০৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কেন আবেদনকারী অপেক্ষা করেছিলেন তাও স্পষ্ট নয়। উত্তরদাতা যদি ২০০৩ সালে পিটিশনকারীকে পরিত্যাগ করতেন, তাহলে এটা খুবই অস্বাভাবিক আচরণ যে আবেদনকারী আদালতে যাওয়ার আগে ত্যাগের পর ছয় বছর বা তার বেশি অপেক্ষা করতেন। বিবাহ বিচ্ছেদ তাই, আইনের অধীনে বিবেচনা করা সেই পরিত্যাগকে ধরে রাখতে আমাদের কোন দ্বিধা নেই, এটিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি আবেদনকারী দ্বারা।

১৮। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ করা হয়, কিন্তু কোন আদেশ ছাড়াই খরচ।

১৯। আপিলের উত্তরদাতা, আবেদনকারী/আপীলকারীর স্ত্রী হওয়ায় পাল্টা আপিল পছন্দ করেছেন৷ তিনি এ পর্যন্ত আপিলের অধীনে রায় এবং ডিক্রি দ্বারা সংক্ষুব্ধ কারণ বিজ্ঞ বিচারক বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণের একটি ডিক্রি মঞ্জুর করেছেন। এই পাল্টা-আপিলের বিষয়ে আলাদাভাবে যুক্তি অগ্রসর হয়নি। উত্তরদাতা স্ত্রী/পাল্টা-আপত্তিকারীর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি অগ্রসর জমা দিয়েছেন

মামলার বিরোধিতা করে আবেদনকারীর অভিযোগ, যা লক্ষ্য করা গেছে উপরে নির্ভর করে এটি দাখিল করা হয়েছে যে বিজ্ঞ বিচারক বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণের একটি ডিক্রি মঞ্জুর করে এ পর্যন্ত উপসংহারটি ভুল এবং সমর্থনযোগ্য নয়।

২০। আমরা ইতিমধ্যেই ২০১৬ সালের এফ.এ. ৯-এ পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা নির্ভর করা একই উপাদানের উপর ভিত্তি করে এই বিষয়ে সাধারণ যুক্তি শোনার পরে একটি অনুসন্ধান রেকর্ড করেছি, যে কোনও প্রকারের কোনও প্রমাণযোগ্য প্রমাণ নেই ধারা ১৩ (১) (আইএ) এবং (আইবি) এর অধীনে গণনাকৃত ভিত্তিগুলির সমর্থন যার ভিত্তিতে আবেদনকারী / আপীলকারী বিবাহ ভেঙে দেওয়ার দাবি করেছেন৷ এই ধরনের উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যেহেতু ধারা ১০ এর অধীনে বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণের ডিক্রি মঞ্জুর করার কারণগুলি আইনের ১৩ ধারায় গণনা করা এক এবং অভিন্ন, তাই বিচারের বিচারক কর্তৃক বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণের ডিক্রি এই অনুসন্ধানের সাথে মিলিত হতে পারে না। বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি মঞ্জুর করার জন্য আবেদনকারী/আপীলকারী কর্তৃক উত্থাপিত পরিত্যাগ বা নিষ্ঠুরতার ভিত্তি বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেহেতু বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিচার বিভাগীয় বিচ্ছেদ মঞ্জুর করার ভিত্তি এক এবং অভিন্ন, তাই বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণের ডিক্রি মঞ্জুর করার কারণের অস্তিত্বের বিষয়ে ট্রায়াল বিচারপতির উপসংহারটি স্পষ্টতই টেকসই নয় কারণ একই কারণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বিবাহ বিলুপ্তির মাধ্যমে বিবাহবিচ্ছেদের একটি ডিক্রির উদ্দেশ্য।

২১। বিচার বিভাগীয় পৃথকীকরণের ডিক্রি তাই, টেকসই নয় এবং সেই সীমিত পরিমাণে আমরা ২৯শে জুলাই ২০১৫ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা কর্তৃক গৃহীত রায় এবং ডিক্রিকে সরিয়ে রাখি

বিচারক, ৬ষ্ঠ আদালত, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বৈবাহিক ২০০৯ সাল এর মামলা নং ১১৭।

২২। ২০২২ সাল এর ৯৯ কট পূর্বোক্ত শর্তে অনুমোদিত।

২৩। আমি একমত।

(বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন)

(বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।